অনুবাদ গল্প

মণিপুরের সাত কাহন

পূর্বা দাস

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী

মণিপুরের আটকাহন

পূর্বা দাস

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী
ডিএল-১০/১, সেক্টর-২, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০ ০৯১

মণিপুরের আটকাহন

Manipurer Atkahan

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক

(প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশ মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ আইন অনুযায়ী করা যাবে না)

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে

মিলন গঙ্গোপাধ্যায় ও রুমা চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত

কর্মসচিব ঃ সমীর দাস

প্রচ্ছদ ঃ **অর্জুন মুখোপাধ্যায়**

অলঙ্করণ ঃ **অর্জুন মুখোপাধ্যায় ও রাতুল সুর**

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ

দি নিও প্রিন্ট কনসার্ন

১ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মোবাইল ঃ ৯৮৩০০৬০৩০৬

প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশক

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী

ডিএল-১০/১, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১

মোবাইল ঃ ৮৬৯৭১৬৬৭১৩, ৮৯১০১৫৫৩৫৫, ৯৮৭৫৩৬৪৫৩১

বিনিময় ঃ ২০০ টাকা

ভূমিকা

একটা ভীষণ বর্ষার সকালে শহর ইম্ফল থেকে রওনা হয়েছিলাম লোকটাক লেকের উদ্দেশ্যে। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্ব-বার্তায় এমন বৃষ্টির উল্লেখ ছিল না। কিন্তু উত্তর-পূর্বের বিখ্যাত দীর্ঘমেয়াদি বর্ষাকাল কোন কিছুর পরোয়া করে না। আমরাও নিরুপায়। সাত দিনের মেয়াদে বৃষ্টির হেঁসেলে মন-প্রাণ সেদ্ধ করতে পারি না। তাই যাত্রা অব্যাহত রইল। শহর ছাড়াতেই দুপাশের সবুজ, জলে ভিজে আরো গাঢ়। ধানি জমিতে জাল ফেলে মাছ ধরছে স্থানীয় মহিলারা।

ঘন্টাখানেক চলার পর ড্রাইভার সাদ্দাম বলল, 'Peace Museum দেখবেন না?' আমরা কোন ট্যুর গাইড বই পড়ে আসিনি। গুগল যা বলে সেটুকুই ভরসা। এর কথা জানা ছিল না। কারণ সে বছরেই (২০১৯) জুন মাসে এই মিউজিয়ামের উদ্বোধন হয়েছে। রাস্তা থেকে দেখা যায় ছোট্ট একটা বাড়ি। মাত্র কয়েক মাস হল তৈরি হয়েছে সেটা। নিশ্চয়ই এখনও তেমন কিছু সংগ্রহে নেই। এর আগে কাংলা ফোর্ট দেখে আশাহত হয়েছি। এখন ভাবি, যদি সেদিন ফিরে যেতাম ওখান থেকে হয়তো মণিপুর নিয়ে অগাধ কৌতূহল আমাকে আচ্ছন্ন করত না, আর এই অনুবাদ গল্পগুলোও গ্রন্থিত হবার সুযোগ বঞ্চিত হত।

প্রায় তিন ঘন্টা সময় কাটিয়েছিলাম মিউজিয়ামে, মাত্র দুটি ঘর দেখতে। আশেপাশের পাহাড়গুলো যাদের ওরা "red hills" বলে, মেঘের ছায়ায় বিষণ্ণ ছিল সেদিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই পাহাড় জাপানিদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। এখনো নাকি রাতবিরেতে কেউ কেউ শোনে আহত সৈনিকের আর্তনাদ। প্রাগৈতিহাসিক কালের সমাজ এবং সংস্কৃতি নিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা মণিপুর বহির্বিশ্বকে জানল যুদ্ধের বীভৎসতার মধ্য দিয়ে।

মিউজিয়মের ভেতরে ছবি তোলা নিষেধ। তাই নোটস নিয়েছিলাম প্রচুর। কিভাবে আধুনিক মণিপুরের উদ্ভব, কিভাবে তারা ধীরে ধীরে একাত্ম হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতাকামী মানুষদের সাথে; বিশেষতঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজও এই রাজ্যে দেবতার আসন পান। ছাব্বিশটি আদিম জনজাতির বর্ণনা আছে। তাদের জীবনশৈলী, পোশাক—সব পেলাম এখানে, আর পেলাম "WARI"। নতুন পুরনো সমস্ত সময়ের এক আশ্চর্য কৌশলী বর্ণনা।

মেইতেই ভাষায় "WARI" কথার অর্থ গল্পের বই। আটটি গল্প আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বাড়ি ফিরেই সিদ্ধান্ত নিই আমার ভালোলাগা ভাগ করে নেব আমার নিজের ভাষাভাষীদের সাথে। অসংখ্য ধন্যবাদ লিন্থই চানু-কে। ওঁর সৃষ্টিকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে দ্বিধা করেননি একবারও। আমরা এখন দুই অসমবয়সী ভীষণ প্রিয় বন্ধু। কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের বন্ধু হামম প্রবিত-কে। অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ধৈর্য নিয়ে এবং মণিপুরের আরো অনেক বন্ধুদের, যারা নিজেদের অজ্ঞাতেই এই বইটির গঠনের ভিত গড়ে দিয়েছেন।

প্রকাশক সৌমেন চক্রবর্তী গত একবছর ধরে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়েছেন। যাঁকে ছাড়া এই বই কখনোই সূর্যের আলো দেখত না। বাংলা একাডেমির শুভময় মণ্ডল স্যারের কাছেও আমার অশেষ ঋণ। ওঁর সাহায্য ছাড়া মেইতেই-বাংলা অভিধানটি সংগ্রহ করা হয়ে উঠত না। আশা রাখলাম পাঠকরা এই বই থেকে হয়ত অজানা এক মণিপুরকে আবিষ্কার করতে পারবেন।

ধন্যবাদান্তে—

পূর্ব দাস

প্রাক্‌কথন

পূর্বা দাস এক ভিন্নধর্মী, নতুন স্বাদের গল্পের বই উপহার দিয়েছেন—'মনিপুরের আটকাহন'। অমরত্বের আগে, শাশ্বত সারমেয় ইত্যাদি নামের ছোট ছোট গল্প নিয়ে এই বইটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে বলেই মনে করি। চরিত্র ও ঘটনার বিশেষত্ব পাঠকের কাছে আকর্ষনীয় করেছেন পূর্বা দাস।

আসন্ন বইমেলায় এই গল্পগ্রন্থটি ভ্রমনপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে প্রকাশ করা হল। পাঠকের ভালো লাগবে।

ধন্যবাদান্তে

সৌমেন চক্রবর্তী

ভ্রমনপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে

(চলভাষ : ৮৬৯৭১৬৬৭১৩)

বিধাননগর

ফেব্রুয়ারি, ২০২২

সূ চি প ত্র

▸▸ অমরত্বের আগে ▸▸ ৯

▸▸ শাশ্বত সারমেয় ▸▸ ২০

▸▸ যুদ্ধের প্রহর ▸▸ ৩৪

▸▸ সৌহার্দ্য সরণি ▸▸ ৪৯

▸▸ পর্বতের দৈত্যরা ▸▸ ৫৯

▸▸ নিষিদ্ধ আবেগ ▸▸ ৬৯

▸▸ লাল শাল এবং প্রহরী দেবতা ▸▸ ৮৭

▸▸ ভাসমান স্বপ্ন ▸▸ ১০১